মেহেরপুরে পৌর যুবদল ও ছাত্রদলের উদ্যোগে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ

মেহেরপুরে পৌর যুবদল ও ছাত্রদলের উদ্যোগে ধানের শীষের গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে পৌরসভার ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ পরিচালিত হয়।

কর্মসূচিতে যুবদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ধানের শীষের পক্ষে স্লোগান দেন, সাধারণ মানুষের মাঝে ধানের শীষ প্রতীকের লিফলেট বিতরণ করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন কামনা করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর যুবদলের সদস্য সচিব নওশেল আহমেদ রনি, যুগ্ম আহবায়ক শিমুল বিশ্বাস,যুবনেতা নাহিদ মাহাবুব সানী, পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব জারজিস ইউসুফ রমিকসহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ।

কবর জিয়ারতের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে জামায়াত প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণা শুরু

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মেহেরপুর জেলা শাখার আমির তাজ উদ্দিন খান আজ আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছেন।

বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় শহীদ জামায়াত নেতা তারেক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামের কবর জিয়ারত করে দোয়া ও ফাতেহা পাঠ শেষে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভ থেকে তিনি প্রচারণা কার্যক্রমের সূচনা করেন। পরে

বিকেলে তিনি শহরের বড়বাজার ও কাঁচাবাজার এলাকায় গণসংযোগ ও নির্বাচনী প্রচারণা চালান।

প্রচারণায় উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাহবুব উল আলম, সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, জেলা শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন, সদর উপজেলা জামায়াতের আমির সোহেল রানা, মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতের আমির খান জাহান আলী, জেলা বায়তুলমাল সেক্রেটারি জারজিস হোসাইন, সদর উপজেলা সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনই তাদের মূল লক্ষ্য। তারা বলেন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপ্রধান সবার জন্য একই আইন প্রযোজ্য হবে। কোনো ব্যক্তি বা পদমর্যাদার কারণে কেউ আইনের ঊর্ধ্বে থাকতে পারবে না। এই নীতির ভিত্তিতেই তারা জনগণের সমর্থন চেয়ে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিচ্ছেন।

এই প্রচারণা শুরুর মাধ্যমে মেহেরপুর-১ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী তাজ উদ্দিন খানের নেতৃত্বে দলীয় নেতাকর্মীরা বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ ও জনসংযোগ কার্যক্রম জোরদার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। দীর্ঘদিন পর মুক্ত ও উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হওয়ায় দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

মেহেরপুরে পৌর ছাত্রদলের উদ্যোগে ধানের শীষের গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ

মেহেরপুর পৌর ছাত্রদলের উদ্যোগে পৌর ছাত্রদলের সভাপতি তৌফিক এলাহীর নেতৃত্বে ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে শহরের কমিউনিটি সেন্টার এলাকা থেকে শুরু হয়ে এ কর্মসূচি পুরাতন বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত পরিচালিত হয়। এ সময় ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা সাধারণ মানুষের মাঝে ধানের শীষ প্রতীকের লিফলেট বিতরণ করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন কামনা করেন।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ছাত্রনেতা উচ্ছ্বাস মাহবুব, ছাত্রনেতা নবাবসহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুরে জামায়াতের বিরুদ্ধে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে মেহেরপুরে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে।

অভিযোগে বলা হয়েছে, ভোটারদের প্রভাবিত করার উদ্দেশে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের হিজুলি গ্রামে প্রায় ৪০টি টিউবওয়েল বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন হিজুলি গ্রামের বাসিন্দা ও বিএনপি কর্মী আব্দুল হামিদ। জেলা প্রশাসনের একটি সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়, গত ২০ জানুয়ারি জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে হিজুলি গ্রামের বিভিন্ন পাড়ায় টিউবওয়েল, পাইপসহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এতে গ্রামটির ২২ জনের নাম উল্লেখ করে মোট ৪০টি টিউবওয়েল বসানো হয়েছে বলে অভিযোগে দাবি করা হয়। অনেক বাড়িতে বর্তমানে টিউবওয়েল স্থাপন ও সংযোগের কাজ চলমান রয়েছে বলেও অভিযোগে উল্লেখ রয়েছে।

অভিযোগকারী আব্দুল হামিদ বলেন, নির্বাচনের আচরণবিধি অনুযায়ী

ভোটের আগে এ ধরনের উপহার বা সুযোগ-সুবিধা বিতরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অথচ প্রকাশ্যে টিউবওয়েল বিতরণের ঘটনায় স্থানীয় ভোটারদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও উত্তেজনা সৃষ্টি হচ্ছে।

অভিযোগে যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তারা সবাই হিজুলি গ্রামের বিভিন্ন পাড়ার বাসিন্দা বলে দাবি করা হয়।

মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন বলেন, একটা এনজিও সেখানে টিউবওয়েল বিতরণ করেছে। যখন টিউবওয়েল বিতরণ করা হচ্ছিল সে সময় সেখানে স্থানীয় জামায়াতে ইসলামের দুই একজন লোক ছিল। অন্য পক্ষ এটাকে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে টিউবল বিতরণ দাবি করে প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে।

মেহেরপুর জেলার ধানের শীষ প্রতীকের নির্বাচনী চিফ এজেন্ট অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন বলেন, এ বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। জেলা প্রশাসনের কাছে অনতিবিলম্বে বিষয়টির সঠিক তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছি আমরা।

মেহেরপুরে ধানের শীষের প্রচারণার দায়িত্বে প্রিন্স আহমেদ ইমরান

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণায় অংশ নিতে মেহেরপুর-১ ও মেহেরপুর-২ সংসদীয় আসনে দায়িত্ব পেয়েছেন যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাবেক সহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক প্রিন্স আহমেদ ইমরান।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে তাকে এই দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম নয়ন বিএনপি চেয়ারপারসন তারেক রহমানের নির্দেশনায় ঢাকা-১৭ ও বগুড়া-০৬ নির্বাচনী আসনসহ দেশের ৩০০ সংসদীয় আসনে প্রচারণার সার্বিক কার্যক্রম সমন্বয় করবেন।

দলীয় সূত্র জানায়, আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে যুবদল মাঠপর্যায়ে সাংগঠনিক তৎপরতা জোরদার করেছে এবং কেন্দ্র থেকে জেলা-উপজেলা পর্যন্ত নেতাকর্মীদের সমন্বয়ে প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

মেহেরপুর মহিলা দাখিল

মাদ্রাসার সুপারের বিরুদ্ধে

শিক্ষকের নানা অভিযোগ

মেহেরপুর শহরের মহিলা দাখিল মাদ্রাসার সুপার রাবেয়া জামান-এর বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনার অভিযোগ তুলেছেন মাদ্রাসার ১৮ জন শিক্ষক। এসব অভিযোগ লিখিতভাবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার বরাবর দাখিল করা হয়েছে।

অভিযোগের প্রেক্ষাপটে প্রকাশ পেয়েছে, মাদ্রাসাটির সাম্প্রতিক বছরের পরীক্ষার ফলাফলের চরম অবনতি। ২০২৫ সালের দাখিল পরীক্ষায় মাদ্রাসা থেকে অংশ নেয় ২৪ জন পরীক্ষার্থী, যার মধ্যে মাত্র ৩ জন পাস করে, ফেল করে ২১ জন। পাসের হার দাঁড়িয়েছে মাত্র ১২.৫ শতাংশ।

তুলনামূলকভাবে দেখা যায়, ২০২৪ সালে ২০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৯ জন পাস করেছে, পাসের হার ছিল ৯৫ শতাংশ।

২০২৩ সালে ২০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১২ জন পাস করেছে, পাসের হার ছিল ৬০ শতাংশ।

এক বছরের ব্যবধানে ফলাফলের এমন ভয়াবহ পতন নিয়ে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

শিক্ষকদের অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, বেতন বইতে স্বাক্ষর না করার বিষয়ে অ্যাডহক কমিটির নির্দেশনা থাকলেও দীর্ঘদিন ধরে কোনো কমিটি গঠন করা হয়নি। বিষয়টি একাধিকবার জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে অবহিত করা হলেও শুরুতে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ করা হয়।

অভিযোগপত্রে আরও বলা হয়, সুপার রাবেয়া জামান ১৮৭৯ সালের চাকরি বিধি লঙ্ঘন করে ২০০৪ সাল থেকে মেহেরপুর টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন, যা বিধিবহির্ভূত। এছাড়া তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গেলে সংশ্লিষ্টদের মামলা করার হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগও তোলা হয়েছে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ জানান, একটি প্রকল্পের আওতায় তিনি সেখানে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে ক্লাস নিয়েছিলেন। বর্তমানে প্রকল্পটি বন্ধ রয়েছে।

শিক্ষকরা আরও অভিযোগ করেন, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অ্যাডহক কমিটি গঠনের নির্দেশনা দিলেও সুপার এ বিষয়ে চরম উদাসীনতা দেখিয়েছেন। কয়েক মাস আগে নতুন ভবন হস্তান্তর করা হলেও বিদ্যুৎ সংযোগ ও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে ভবনটি এখনো ব্যবহার করা যাচ্ছে না।

কমিটি না থাকায় এমপিও সংশোধন প্রক্রিয়ায় পোস্ট অফিসের নাম ভুল সংশোধন করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে মাসিক বেতন-ভাতা উত্তোলন এবং ইএফটি কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে বলে জানান শিক্ষকরা।

এ বিষয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রতিম শীল বলেন, “মেহেরপুর দাখিল মহিলা মাদ্রাসার সুপারের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে আমরা অবগত। অভিযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।”

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জানান, অভিযোগগুলোর কিছু অংশ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সুপারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে।

তবে অভিযোগ অস্বীকার করে সুপার রাবেয়া জামান বলেন, “অভিযোগগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। বরং তারা আমাকে মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে হেনস্তা ও লাঞ্ছিত করে।” একাধিক প্রতিষ্ঠানে চাকরির বিষয়ে তিনি দাবি করেন, তার সব নিয়োগই বৈধ।

উল্লেখ্য, মাদ্রাসাটি ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে এখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত থাকলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পরীক্ষার ফলাফল ধারাবাহিকভাবে অবনতির দিকে যাচ্ছে। শিক্ষকরা মনে করছেন, দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলাই এর অন্যতম কারণ।

ঘটনাটি মাদ্রাসা অঙ্গনে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। এখন শিক্ষা বোর্ডের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগে মেহেরপুরে টিকেছে ৪৮৯ জন

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ ২০২৫-এর লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে উত্তীর্ণ হয়েছেন মেহেরপুর জেলার ৪৮৯ জনসহ সারাদেশের ৬৯ হাজার ২৬৫ জন প্রার্থী।

আজ বুধবার প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এ ফলাফল প্রকাশ করে।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ৫ ও ১২ নভেম্বরের বিজ্ঞাপনের আলোকে ৬১টি জেলায় (তিন পার্বত্য জেলা ছাড়া) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাজস্বখাতভুক্ত সহকারী শিক্ষক নিয়োগ ২০২৫-এর লিখিত পরীক্ষা ১ হাজার ৪০৮টি কেন্দ্রে গত ৯ জানুয়ারি একযোগে অনুষ্ঠিত হয়।

শাকসু নির্বাচন স্থগিতের প্রতিবাদে মেহেরপুরে শিবিরের বিক্ষোভ

শাকসু নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ এবং নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন বাস্তবায়নের দাবিতে মেহেরপুরে ছাত্রশিবিরের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার বাদ আছর শহরের গড় মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে কোর্ট চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

বিক্ষোভ মিছিলে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি আব্দুস সালাম। এ সময় আরও বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমানসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মিছিলে উপস্থিত নেতাকর্মীরা বলেন, অতীতে আওয়ামী লীগ সরকার এ ধরনের নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করা এবং দিনের ভোট রাতে করার মতো কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদী চরিত্রে পরিণত হয়েছিল।

বক্তারা অভিযোগ করেন, বর্তমানে স্বৈরাচারী সরকারের মতো আচরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা বাংলাদেশের জনগণ মেনে নেবে না।

মেহেরপুরে প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ

মেহেরপুরের দুটি আসনে প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ দিয়েছেন জেলা রিটানিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর। আজ বুধবার দুপুর ৩টার দিকে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে

প্রার্থীদের উপস্থিতিতে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়।

মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনের বিএনপি প্রার্থী মাসুদ অরুনকে ধানের শীষ, জামায়াত প্রাথী তাজ উদ্দিন খানকে দাড়িপাল্লা, জাতীয় প্রার্টি প্রাথী আব্দুল হামিদকে লাঙ্গল এবং সিবিপি প্রার্থী এ্যাড. মিজানুর রহমানকে কাস্তে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেনকে ধানের শীষ, জামায়াত প্রার্থী নাজমুল হুদাকে দাড়িপাল্লা এবং জাতীয় পার্টি প্রার্থী আব্দুল বাকীকে লাঙ্গল প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়।

মেহেরপুরে চকশ্যামনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মউকের আয়োজনে ‘শিশুবরণ’ উৎসব অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষার্থীদের বরণ করে নিতে এক আনন্দঘন ‘শিশুবরণ’ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক)-এর আয়োজনে এবং গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সহযোগিতায় এই ব্যতিক্রমী কর্মসূচি পালন করা হয়।

আজ বুধবার সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোছা: হালিমা খাতুন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মউকের প্রতিনিধি দল, বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকবৃন্দ এবং অভিভাবকগণ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই নতুন ভর্তি হওয়া শিশুদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় এবং তাদের মিষ্টিমুখ করানো হয়। প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রেখা বলেন, “একটি শিশুও যেন স্কুল থেকে ঝরে না পড়ে, সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। মউক ও গণসাক্ষরতা অভিযানের এই উদ্যোগ শিশুদের পড়াশোনায় আরও আগ্রহী করে তুলবে।”

উৎসবের মূল আকর্ষণ ছিল খুদে শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শিশুদের নাচ ও গানে পুরো বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে। অনুষ্ঠান শেষে মউক ও গণসাক্ষরতা অভিযানের পক্ষ থেকে শিশুদের হাতে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ ও উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

উপস্থিত অভিভাবকরা এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, কলেজের নবীন বরণের মতো ছোট শিশুদের এভাবে বরণ করে নেওয়া সত্যিই প্রশংসনীয়, যা শিশুদের মেধা বিকাশে ও স্কুলমুখী করতে সহায়ক হবে।